কূটনীতির কার্যাবলী

By

Bijan Chatterjee

Department of Political Science

Saltora Netaji Centenary College

কূটনীতি কী

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে বিদেশ নীতি নির্ধারিত হয় তাকে কার্যকর করার জন্য যে কৌশল বা হাতিয়ার সাধারণত প্রযুক্ত হয় তাকে আমরা কূটনীতি বলি। অর্থাৎ কূটনীতি বলতে বোঝায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও কৌশল এর প্রয়োগ। অধ্যাপক জায়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "Diplomacy is the science of conducting the foreign relations of a state with a view to promoting it's National interest.

কূটনীতির কাজ

হ্যান্স মর্গেনথাও উল্লিখিত কূটনীতির চারটি কাজ

১) কূটনীতি বাস্তব ও সম্ভাব্য ক্ষমতার আলোকে নিজের লক্ষ্য পূরণের পদ্ধতি নির্ধারণ করে।

২) অন্যান্য রাষ্ট্রের লক্ষ অনুধাবন করা ও মূল্যায়ন করাএবং ওই লক্ষ্য পূরণের জন্য তাদের বাস্তব ও সম্ভাব্য ক্ষমতা সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করা কূটনীতির অন্যতম কার্য বলে বিবেচিত হয়।

৩) ওইসব বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ পরস্পরের সঙ্গে কতখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নির্ধারণ করা কূটনীতির কাজ।

৪) নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থ পূরণের জন্য কূটনীতিকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

কূটনীতির গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

১) রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করা

একজন কূটনীতিবিদ অন্য রাষ্ট্রে উপস্থিত থাকেন নিজ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে। তিনি কূটনীতি সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে নিজের রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে অন্য রাষ্ট্রে সামাজিক সংস্কৃতিক বা অন্যান্য কোন অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াকর্মে উপস্থিত থাকেন।

২) তথ্য সংগ্রহ করা

বিদেশ নীতি প্রয়োগ করার জন্য নানা প্রকার তথ্যের প্রয়োজন হয়। কূটনীতিবিদের কাজ হল এই সকল তথ্য নানা রকম উৎস থেকে সংগ্রহ করা। যেমন ভারত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সংক্রান্ত কোন বিদেশ নীতি নির্ধারণ করতে চাইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তে অবস্থানকারী ভারতীয় কূটনীতিবিদ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নিখুঁত তথ্য সংগ্রহ করে ভারতে পাঠাবেন।

৩) পরামর্শদান

কুর্নীতির একটি কাজ হল বিদেশ দপ্তরের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিদেশ নীতি রচনার কাজে নানা প্রকার প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করা। কূটনীতিবিদের পরামর্শ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ বিদেশ নীতি নির্মাণ অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৪)দরাদরি বা আলাপ আলোচনা

দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে বা স্বার্থের সংঘাত দেখা দিলে কূটনীতিবিদ দরাদরি বা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করেন ।হার্টম্যান এর মতে চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে অনেক সময় বিস্তর ফারাক থেকেই যায়। উভয়ের মধ্যেকার এই ফারাক কে কিভাবে কমিয়ে আনা যায় কূটনীতিবিদ সেই কাজ দক্ষতার সঙ্গে করে থাকেন।

৫) প্রতিবেদন প্রেরণ

যে দেশে কূটনীতিবিদ অবস্থান করেন সেই দেশ সম্পর্কে তথ্যাদি সরবরাহের সাথে নানা বিষয় সম্পর্কে তিনি প্রতিবেদন পাঠান। প্রতিবেদনকে বিদেশ নীতির কাঁচামাল বলে অভিহিত করা হয়। এর মধ্যে দেশের বস্তুগত অবস্থানই প্রতিফলিত হয় না, দেশের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যায়। পামার ও পারকিনস এ কারণে কূটনীতিবিদকে প্রথম শ্রেণীর প্রতিবেদক বলেছেন।

৬) জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ

যেকোনো দেশের বিদেশ নীতির উদ্দেশ্য হলো জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ করা। কূটনীতিবিদ বহুবিধ কাজের মাধ্যমে এই কাজটি সম্পন্ন করে থাকেন।

৭) নিজ দেশের লোকেদের রক্ষা করা ।

অন্য রাষ্ট্রে বসবাসকারী অথবা বেড়াতে গিয়ে কোন বিপদে পড়েছে এমন ব্যক্তিদের রক্ষা করা বা নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেওয়া সেই রাষ্ট্রে অবস্থানকারী কূটনীতিবিদের অন্যতম কাজ।যেমন ভারতের কোন নাগরিক অস্ট্রেলিয়ায় আক্রান্ত হলে অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থানকারী ভারতের কূটনীতিবিদের দায়িত্ব হল সেই আক্রান্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করা। বর্তমানে প্রতিটি বৃহৎ শক্তির অন্য দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে বাণিজ্য ও দূতাবাস থাকে যারা নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি সম্পন্ন করে থাকে। বাণিজ্য দূতাবাসগুলিকে কূটনীতিক উপকেন্দ্র বা "Diplomatic Substations" বলা হয়।

৮) দেশের সম্মান ও ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করা

কি কি উপায় অবলম্বন করলে দেশের সম্মান ও ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পাবে তার উপায় উদ্ভাবন করাও কূটনীতিবিদের কাজের মধ্যে পড়ে। ভাবমূর্তি বাড়ানোর ব্যাপারে বৃহৎ শক্তি গুলি আজকে উৎসাহী হয়ে উঠেছে এবং সেই কারণে কূটনীতিবিদের কাজও বেড়েছে।

উপসংহার

বর্তমানে কূটনীতির কার্যাবলী ও দায়িত্বের পরিধি বহুদূর বিস্তৃত। বর্তমানে আন্তরাষ্ট্রীয় নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই সঙ্গে কূটনীতিবিদদের কাজের গুরুত্ব ও বেড়েছে। আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্প্রসারনের ক্ষেত্রে, আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে কূটনীতিবিদেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

ধন্যবাদ